

ওয়াকফ-ইবতিদা ও আয়াতে মুতাশাবিহাত
সংবলিত—কালার কোডেড



دار الفلاح
দাফেল ফালাহ

কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত

- ⇒ আল্লাহ তাআলা বলেন, “যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করে যা-তে কখনো লোকসান হবে না।”^[১]
- ⇒ মহান আল্লাহ আরও বলেন, “মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমানের উন্নতি সাধন করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে।”^[২]
- ⇒ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি **সর্বোত্তম**, যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।”^[৩]
- ⇒ আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি **কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে, তার জন্য রয়েছে একটি নেকি, আর প্রতিটি নেকি দশ গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হবে।** আমি বলছি না যে ‘আলিফ-লাম-মীম’ একটি অক্ষর; বরং ‘আলিফ’ একটি অক্ষর, ‘লাম’ একটি অক্ষর এবং ‘মীম’ একটি অক্ষর।”^[৪]
- ⇒ সাহল ইবনু মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার বাবা-মাকে **এমন মুকুট পরানো হবে—যার নুর সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল হবে।**”^[৫]
- ⇒ আবু উমামাহ আল বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা কুরআন পাঠ করো। কারণ কিয়ামতের দিন তার **পাঠকারীর জন্য সে শাফাআতকারী** হিসেবে আসবে।”^[৬]
- ⇒ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “যার **অভ্যন্তরে কুরআনের কোনো অংশই নেই, সে**

[১] সূরা ফাতির, ৩৫ : ২৯।

[২] সূরা আনফাল, ৮ : ০২

[৩] সহীহ বুখারি, ৫০২৭।

[৪] জামে তিরমিযী, ২৯১০।

[৫] সুনানে আবু দাউদ, ১৪৫৩।

[৬] সহীহ মুসলিম, ৮০৪।

বিরান ঘরের মতো।”^[১]

- ⇒ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, “যে ঘরে কুরআন পাঠ করা হয়, সেই ঘর তার বাসিন্দাদের ওপর প্রশস্ত হয়ে যায়, সেখানে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হয়, শয়তানরা সেই ঘর থেকে দূরে থাকে এবং তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। আর যে ঘরে কুরআন পাঠ করা হয় না, তা তার বাসিন্দাদের ওপর সংকীর্ণ হয়ে যায়, সেখান থেকে ফেরেশতাগণ দূরে থাকে, শয়তানরা সেই ঘরে উপস্থিত হয় এবং তার ধন-সম্পদ কমে যায়।”^[২]
- ⇒ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, “তোমাদের কেউ কি তার ঘরে ফিরে এসে সেখানে তিনটি হুস্তপুষ্ট গর্ভবতী উষ্ট্রী পেতে পছন্দ করে?” আমরা বললাম, “হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ!” তিনি বলেন, “তোমাদের কারও তিনটি আয়াত পাঠ করা তার জন্য তিনটি হুস্তপুষ্ট গর্ভবতী উষ্ট্রীর চেয়েও উত্তম।”^[৩]
- ⇒ আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “কুরআনের বাহককে (কিয়ামতের দিন) বলা হবে, ‘তুমি তিলাওয়াত করতে থাকো এবং ওপরে উঠতে থাকো, তুমি উত্তমরূপে তিলাওয়াত করো, যেভাবে দুনিয়াতে তিলাওয়াত করতে। নিশ্চয়ই তুমি যে আয়াত পর্যন্ত পড়বে, সেখানেই হবে তোমার ঠিকানা।’”^[৪]

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব

- ⇒ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। নামাজে, নামাজের বাইরে, রাতের আঁধারে, দিনের আলোতে—সর্বাবস্থায় তিনি তিলাওয়াত করতেন। হাদীস ও সীরাতে কিতাবে এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, “নামাজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দীর্ঘ সময় তিলাওয়াত করতেন যে, তাঁর পা মুবারক ফুলে যেত।”^[৫]

[১] বাইহাকী, ৩৩৪৯।

[২] সুনান আদ-দারেমী, ৩৩৪৮।

[৩] সুনান ইবনু মাজাহ, ৩৭৮২।

[৪] জামে তিরমিযী, ২৯১৪; মুসনাদে আহমাদ, ৬৭৯৯; সুনানে আবু দাউদ, ১৪৬৪।

[৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৮১৯, ২৮২০

- ⇒ আবু মূসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা (কুরআন তিলাওয়াত অব্যাহত রাখার মাধ্যমে) কুরআনের প্রতি লক্ষ রেখো। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন! নিশ্চয়ই কুরআন বাঁধন ছাড়া উটের চেয়েও দ্রুত গতিতে ছুটে চলে যায়।”^[১]
- ⇒ আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “তুমি প্রতি এক মাসে কুরআন খতম করো।” আমি বললাম, “আমি এর চেয়ে বেশি তিলাওয়াত করতে সক্ষম।” তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তাহলে প্রতি বিশ দিনে খতম করো।” আমি বললাম, “আমি এর চেয়ে বেশি তিলাওয়াত করতে সক্ষম।” তখন তিনি বললেন, “তাহলে প্রতি দশ দিনে খতম করো।” আমি বললাম, “আমি এর চেয়েও বেশি তিলাওয়াত করতে সক্ষম।” তখন তিনি বললেন, “তাহলে প্রতি সাত দিনে খতম করো। এর চেয়ে বেশি নয়।”^[২]
- ⇒ শাইখ আবুল লাইস সামারকান্দি রহিমাছুল্লাহ বলেন, “কুরআন তিলাওয়াতকারী বেশি তিলাওয়াত করতে না পারলে বছরে কমপক্ষে দুই বার খতম করবে।” ইমাম আবু হানিফা রহিমাছুল্লাহ বলেন, “যে ব্যক্তি বছরে (কমপক্ষে) দুই বার কুরআন খতম করে, সে কুরআনের হক আদায় করল। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের বছর জিবরীল আলাইহিস সালামকে দুই বার কুরআন শুনিয়েছিলেন।”^[৩]

কুরআন তিলাওয়াতের আদব

যথাযথ আদব বা শিষ্টাচার মেনে কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত, যাতে আল্লাহর কালামের প্রতি বেয়াদবি না হয়ে যায়। নিচে কুরআন তিলাওয়াতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আদব উল্লেখ করা হলো :

- ✓ কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে যথাযথভাবে পবিত্রতা হাসিল করবে এবং ওজু করে নিবে।
- ✓ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে কুরআন তিলাওয়াত করবে।

[১] সহীহ বুখারী, ৫০৩৩; সহীহ মুসলিম, ৭৯১

[২] সহীহ বুখারী, ৫০৫৪; সহীহ মুসলিম, ১১৫৯

[৩] বুস্তানুল আরেফীন, পৃ. ২০

- ✓ তিলাওয়াতের আওয়াজ এতটা উঁচু করবে না যে, অন্য কারও ইবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।
- ✓ অবশ্যই পবিত্র স্থানে বসবে। কিবলামুখী হয়ে বসা অধিক উত্তম।
- ✓ তিলাওয়াতের শুরুতে অবশ্যই ‘أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ’ এবং ‘بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ’ পড়বে।
- ✓ শুদ্ধ উচ্চারণে ধীরে ধীরে পড়বে।
- ✓ সিজদার আয়াত পাঠ করলে সাথে সাথেই ‘আল্লাহু আকবার’ বলে সিজদা আদায় করবে।
- ✓ তিলাওয়াত শেষে আল্লাহর কাছে দুআ করবে এবং তাঁর কাছে কল্যাণ কামনা করবে।

এই আদবগুলো মেনে চললে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব।

সিজদার আয়াতের বিবরণ

কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এমন কিছু আয়াত রয়েছে, যা তিলাওয়াত করলে বা শুনলে সিজদা আদায় করা ওয়াজিব। যথা :

- ১ম সিজদা : পারা ৯, পৃষ্ঠা ১৫।
- ২য় সিজদা : পারা ১৩, পৃষ্ঠা ১০।
- ৩য় সিজদা : পারা ১৪, পৃষ্ঠা ১১।
- ৪র্থ সিজদা : পারা ১৫, পৃষ্ঠা ১১।
- ৫ম সিজদা : পারা ১৬, পৃষ্ঠা ৮।
- ৬ষ্ঠ সিজদা : পারা ১৭, পৃষ্ঠা ১৩।
- ৭ম সিজদা : পারা ১৯, পৃষ্ঠা ৪।
- ৮ম সিজদা : পারা ১৯, পৃষ্ঠা ১৭।
- ৯ম সিজদা : পারা ২১, পৃষ্ঠা ১৫।
- ১০ম সিজদা : পারা ২৩, পৃষ্ঠা ১৩।
- ১১তম সিজদা : পারা ২৪, পৃষ্ঠা ১৯।

১২ম সিজদা : পারা ২৭, পৃষ্ঠা ৭।

১৩ম সিজদা : পারা ৩০, পৃষ্ঠা ৯।

১৪ম সিজদা : পারা ৩০, পৃষ্ঠা ১৯।

১৫ম সিজদা (ইমাম শাফিয়ির মতানুযায়ী) : পারা ১৭, পৃষ্ঠা ২০।

ওয়াকফ ও চিহ্ন নির্দেশিকা

ওয়াকফ (وقف) অর্থ থামা বা বিরতি দেওয়া। কুরআনের বিভিন্ন স্থানের ওয়াকফ পাঠকদের নির্দেশ দেয়, কোথায় থামা উচিত এবং কোথায় না থামাই উত্তম। ওয়াকফের মাধ্যমে তিলাওয়াত আরও সুন্দর ও স্পষ্ট হয়। নিচে ওয়াকফের চিহ্ন এবং তাদের ব্যবহারের নিয়ম দেওয়া হলো :

- **আয়াতের শেষ** বোঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। এই চিহ্ন থাকা মানে আয়াতটি সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। এখানে অবশ্যই থামতে হবে। তবে এই চিহ্নের ওপর নিচে দেওয়া চিহ্নগুলো থেকে যে-কোনো চিহ্ন থাকলে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।
- ◌ **ওয়াকফে লাহেম**। অবশ্যই থামতে হবে। না থেমে মিলিয়ে পড়লে অর্থ-মর্ম পরিবর্তন বা বিপরীত হয়ে যাবে।
- ١ **থামা নিষেধ**। তবে আয়াতের শেষে গোল চিহ্নের ওপর থাকলে থামা বা না থামা—উভয়ের বিধান আছে।
- ٢ **ওয়াকফে মুত্বলাক**। এখানে থামা উত্তম।
- ٣ **ওয়াকফে জায়য**। থামা বা না থামা পাঠকের পছন্দের ওপর নির্ভর করে।
- ٤ **না থামা ভালো**। তবে থামলেও সমস্যা নেই।
- ٥ **কথা এখনো শেষ হয়নি**। মিলিয়ে পড়া উচিত। নিঃশ্বাস শেষ হয়ে গেলে সামান্য বিরতি দেওয়া যাবে।
- ٦ **থামা বা না থামা—উভয়ের বিধান আছে**।
- ٧ **থামা উত্তম**।
- ٨ **ওয়াকফে মানযিল**। থামতে হবে।

صل এখানে থামা উত্তম।

ط মিলিয়ে পড়া উত্তম।

سكنة সামান্য থামবে, তবে নিঃশ্বাস বন্ধ করবে না।

وقف ওপরের চিহ্নের চাইতে বেশি থামবে, তবে নিঃশ্বাস বন্ধ করবে না।

* এটি কোনো শব্দ বা বাক্যের দুই পাশে বসে। প্রথম চিহ্নে মিলিয়ে পড়লে ২য় চিহ্নে থামতে হবে। প্রথম চিহ্নে থেমে গেলে ২য় চিহ্নে মিলিয়ে পড়তে হবে।

ع **রুকুর চিহ্ন**। কুরআনে ৫৪০টি জায়গায় এই চিহ্ন রয়েছে। এর দ্বারা রুকুর শেষ বোঝায়। মার্জিনের বাইরে ع চিহ্নের ওপরে চলমান সূরার রুকুর সংখ্যা, মাঝে রুকুর মোট আয়াত সংখ্যা এবং নিচে চলমান পারার রুকুর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

ع এখানে ওয়াকফ করা ভালো।



মানযিলের চিহ্ন। হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু জুমুআর দিন কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ করে বৃহস্পতিবারে খতম করতেন। প্রতিদিন তিনি যে পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন—সেই পরিমাণকে ১ মানযিল বলা হয়।

■ আয়াতের মাঝখানে ‘ওয়াকফের চিহ্ন নেই’—এমন জায়গায় নিঃশ্বাস ফুরিয়ে গেলে (■) এই চিহ্নে এসে ওয়াকফ করা (থামা) যাবে এবং পুনরায় আগের ◀ চিহ্ন থেকে ইবতিদা (পড়া শুরু) করলে অর্থের পরিবর্তন হবে না।

মুতাশাবিহাতের আয়াতগুলো গোলাপি ও আকাশি নীল রঙ দ্বারা আলাদা করে দেখানো হয়েছে এবং আয়াতের নিচে (ع) এরকম সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন: **إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ**

মার্জিনের বাইরে উক্ত সংখ্যা (ع বা যে-কোনো) উল্লেখ করে **মুতাশাবিহাতের** আয়াতগুলো কোন পারার কত পৃষ্ঠায় আছে—তা পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে।

যেমন:

১
পারা-পৃষ্ঠা
৮-১
৮-২
১৪-২০
২৭-৬

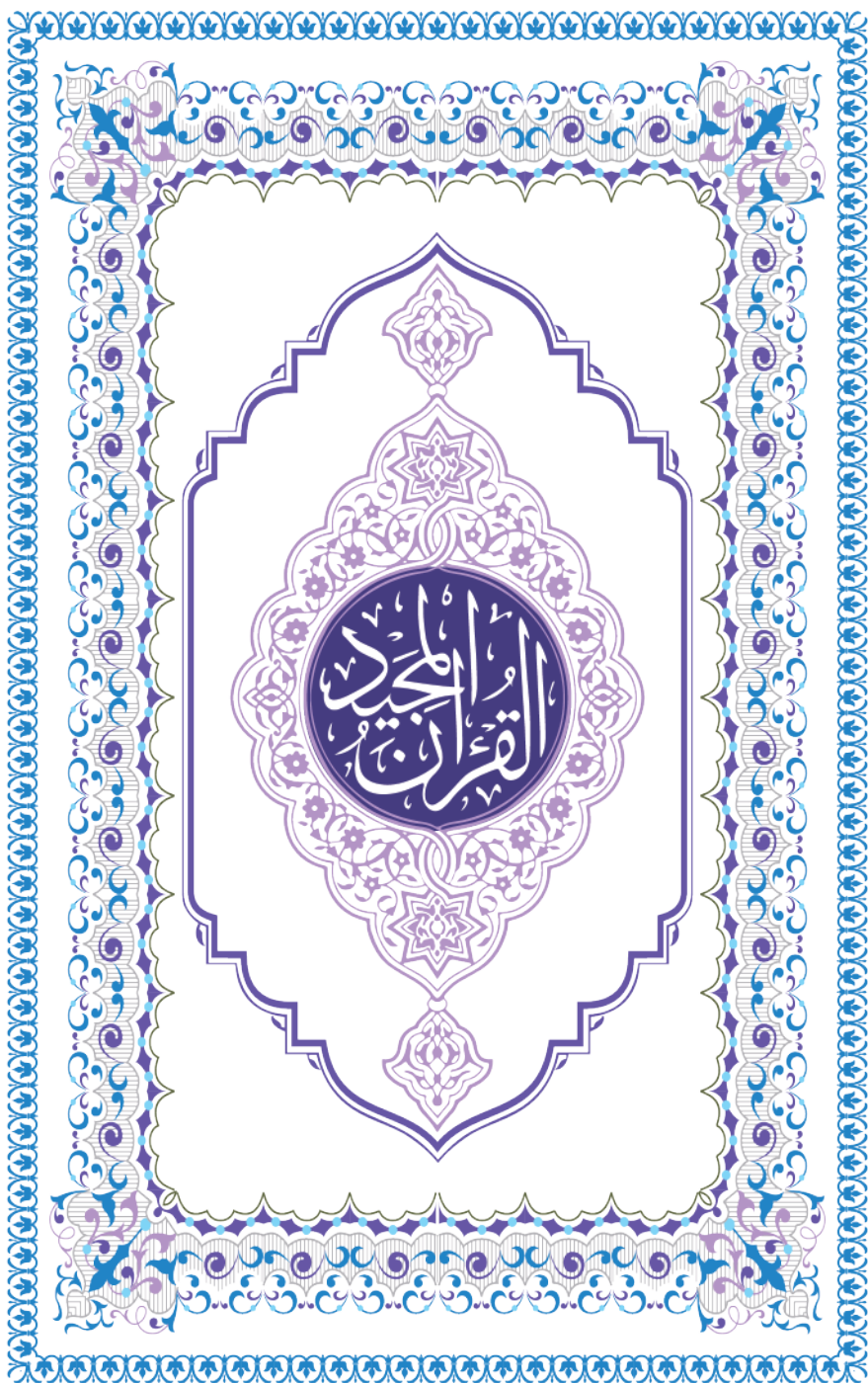
অর্থাৎ (ع) চিহ্নিত গোলাপি আয়াতটি ৮ নম্বর পারার ১ ও ২ পৃষ্ঠা, ১৪ নম্বর পারার ২০ পৃষ্ঠা এবং ২৭ নম্বর পারার ৬ পৃষ্ঠায় পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

সূচিপত্র

ক্রম	সূরার নাম	পৃষ্ঠা	পাঠা	ক্রম	সূরার নাম	পৃষ্ঠা	পাঠা
০১	সূরা ফাতিহা	২	০১	২৯	সূরা আনকাবুত	৩৯৭	২০
০২	সূরা বাক্বারাহ	৩		৩০	সূরা রুম	৪০৫	২১
০৩	সূরা আলে ইমরান	৫১	০৩	৩১	সূরা লোকমান	৪১২	
০৪	সূরা নিসা	৭৮	০৪	৩২	সূরা সাজদাহ	৪১৬	
০৫	সূরা মায়িদাহ	১০৭	০৬	৩৩	সূরা আহযাব	৪১৯	
০৬	সূরা আনআম	১২৯	০৭	৩৪	সূরা সাবা	৪২৯	২২
০৭	সূরা আরাফ	১৫২	০৮	৩৫	সূরা ফাতির	৪৩৫	
০৮	সূরা আনফাল	১৭৮	০৯	৩৬	সূরা ইয়াসীন	৪৪১	
০৯	সূরা তাওবাহ	১৮৮	১০	৩৭	সূরা সাফফাত	৪৪৬	২৩
১০	সূরা ইউনুস	২০৯	১১	৩৮	সূরা ছোয়াদ	৪৫৩	
১১	সূরা হুদ	২২২		৩৯	সূরা যুমার	৪৫৯	
১২	সূরা ইউসুফ	২৩৬	১২	৪০	সূরা মুমিন (গাফির)	৪৬৮	২৪
১৩	সূরা রাদ	২৫০	১৩	৪১	সূরা হা-মীম সাজদাহ	৪৭৮	
১৪	সূরা ইবরাহীম	২৫৬		৪২	সূরা শূরা	৪৮৪	২৫
১৫	সূরা হিজর	২৬২		৪৩	সূরা যুখরুফ	৪৯০	
১৬	সূরা নাহল	২৬৮	১৪	৪৪	সূরা দুখান	৪৯৬	
১৭	সূরা বানী ইসরাঈল	২৮৩	১৫	৪৫	সূরা জাসিয়াহ	৪৯৯	
১৮	সূরা কাহফ	২৯৪		৪৬	সূরা আহকাফ	৫০৩	২৬
১৯	সূরা মারিয়াম	৩০৬	১৬	৪৭	সূরা মুহাম্মাদ	৫০৭	
২০	সূরা ত্ব-হা	৩১৩		৪৮	সূরা ফাতহ	৫১২	
২১	সূরা আশ্বিয়া	৩২৩	১৭	৪৯	সূরা হুজুরাত	৫১৬	
২২	সূরা হজ	৩৩২		৫০	সূরা কাফ	৫১৯	
২৩	সূরা মুমিনুন	৩৩৪	১৮	৫১	সূরা যারিয়াত	৫২১	
২৪	সূরা নূর	৩৫১		৫২	সূরা তূর	৫২৪	২৭
২৫	সূরা ফুরকান	৩৬০		৫৩	সূরা নাজম	৫২৭	
২৬	সূরা শুআরা	৩৬৭	১৯	৫৪	সূরা ক্বামার	৫২৯	
২৭	সূরা নামল	৩৭৭		৫৫	সূরা আর রহমান	৫৩২	
২৮	সূরা ক্বাসাস	৩৮৬	২০	৫৬	সূরা ওয়াকিয়া	৫৩৫	

হাফেজী কুরআন মাজীদ

ক্রম	সূরার নাম	পৃষ্ঠা	পারা	ক্রম	সূরার নাম	পৃষ্ঠা	পারা
৫৭	সূরা হাদীদ	৫৩৮	২৭	৮৬	সূরা ছরিক	৫৯৭	৩০
৫৮	সূরা মুজাদালাহ	৫৪৩	২৮	৮৭	সূরা আলা	৫৯৮	
৫৯	সূরা হাশর	৫৪৪		৮৮	সূরা গশিয়াহ	৫৯৮	
৬০	সূরা মুমতাহিনাহ	৫৫০		৮৯	সূরা ফাজর	৫৯৯	
৬১	সূরা সফ	৫৫২		৯০	সূরা বালাদ	৬০১	
৬২	সূরা জুমুআহ	৫৫৪		৯১	সূরা শামস	৬০১	
৬৩	সূরা মুনাফিকুন	৫৫৫		৯২	সূরা লাইল	৬০২	
৬৪	সূরা তাগাবুন	৫৫৭		৯৩	সূরা দুহা	৬০৩	
৬৫	সূরা তালাক	৫৫৯		৯৪	সূরা ইনশিরাহ	৬০৩	
৬৬	সূরা তাহরীম	৫৬১		৯৫	সূরা জ্বীন	৬০৪	
৬৭	সূরা মুলক	৫৬২	২৯	৯৬	সূরা আলাক	৬০৪	
৬৮	সূরা কলম	৫৬৫		৯৭	সূরা রুদর	৬০৫	
৬৯	সূরা হাক্কাহ	৫৬৮		৯৮	সূরা বাইয়্যিনাহ	৬০৫	
৭০	সূরা মাআরিজ	৫৭০		৯৯	সূরা যিলযাল	৬০৬	
৭১	সূরা নূহ	৫৭২		১০০	সূরা আদিয়াত	৬০৬	
৭২	সূরা জিন	৫৭৮		১০১	সূরা কারিআহ	৬০৭	
৭৩	সূরা মুযযাম্মিল	৫৭৭		১০২	সূরা তাকাসুর	৬০৭	
৭৪	সূরা মুদ্দাসসির	৫৭৯		১০৩	সূরা আসর	৬০৮	
৭৫	সূরা কিয়ামাহ	৫৮১		১০৪	সূরা হুমাযাহ	৬০৮	
৭৬	সূরা দাহর	৫৮৩		১০৫	সূরা ফীল	৬০৮	
৭৭	সূরা মুরসালাত	৫৮৫	৩০	১০৬	সূরা কুরাইশ	৬০৯	
৭৮	সূরা নাবা	৫৮৭		১০৭	সূরা মাউন	৬০৯	
৭৯	সূরা নাযিয়াত	৫৮৮		১০৮	সূরা কাওসার	৬০৯	
৮০	সূরা আবাসা	৫৯০		১০৯	সূরা কাফিরুন্	৬০৯	
৮১	সূরা তাকভীর	৫৯১		১১০	সূরা নাসর	৬১০	
৮২	সূরা ইনফিতার	৫৯২		১১১	সূরা লাহাব	৬১০	
৮৩	সূরা মুতাফফিফীন	৫৯৩		১১২	সূরা ইখলাস	৬১০	
৮৪	সূরা ইনশিকাক	৫৯৫		১১৩	সূরা ফালাক	৬১১	
৮৫	সূরা বুরুজ	৫৯৬		১১৪	সূরা নাস	৬১১	



आयात: १; ककू: १

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

الَّذِينَ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝



आम्यात: २४७, ककु: ८०

سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدْيَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ هَدَىٰ لِلْمَتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ

إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۴﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۵﴾

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ

أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۶﴾ وَمِنَ النَّاسِ

مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۷﴾

يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالدِّينَ آمِنُوا ۖ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ

وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۸﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۹﴾ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿۱۰﴾ وَإِذَا قِيلَ

لَهُمْ لَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۖ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿۱۱﴾

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۲﴾ وَإِذَا

قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ

السُّفَهَاءُ ۖ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ

شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ ﴿۱۴﴾

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۵﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ

وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۵۸﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۖ

فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي

ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ ﴿۵۹﴾ صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۶۰﴾ أَوْ

كَصَبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ۖ يَجْعَلُونَ

أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ

بِالْكَافِرِينَ ﴿۶۱﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ

مَشَوْا فِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ

بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۶۲﴾ يَا أَيُّهَا

النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۶۳﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ۖ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۶۴﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ

مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۖ وَادْعُوا

شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۶۵﴾

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٨﴾ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا

رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ

وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٩﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا

فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا

الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا آرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ

بِهِ كَثِيرًا ۖ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۖ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿١٠﴾

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ۖ وَيَقْطَعُونَ

مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ

هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١١﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا

فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٢﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ

السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَعَلَّمَ

آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي

بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صٰٓدِقِينَ ﴿٥٦﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا

إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٥٧﴾ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ

بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ

غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٥٨﴾

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبٰى وَ

اسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ

وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا

هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّٰلِمِينَ ﴿٦٠﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ

عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ

لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٦١﴾ فَتَلَقَّى

آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٦٢﴾

۱
۱۱۱-۱۱۲
۱۵-۱۶

۵
۱۱۳-۱۱۴
۱۷-۱۸

۸
۱۱۵-۱۱۶
۱۹-۲۰

۹
۱۱۷-۱۱۸
۲۱-۲۲

۱۱
۱۱۹-۱۲۰
۲۳-۲۴

۱۲
۱۲۱-۱۲۲
۲۵-۲۶

۱۳
۱۲۳-۱۲۴
۲۷-۲۸

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ
 هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۵۶﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
 وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۷﴾
 يٰبَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا
 بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ ۖ وَآيَايَ فَارْهَبُوا ﴿۵۸﴾ وَآمِنُوا بِمَا
 أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا
 بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَآيَايَ فَاتَّقُوا ﴿۵۹﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
 وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۶۰﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿۶۱﴾ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
 أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۲﴾ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ
 وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿۶۳﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ
 أَنَّهُم مُّلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۶۴﴾ يٰبَنِي إِسْرَءِيلَ
 اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۶۵﴾
 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ
 مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۶۶﴾

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذِكْرِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٨٥﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ
فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٨٦﴾ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَيْنِ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٨٧﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا
عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٨﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ
الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٨٩﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
يَقَوْمِ إِنكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا
إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ
بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٩٠﴾ وَإِذْ
قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ
الصَّعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٩١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٩٢﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا
عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ
وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩٣﴾

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا ۖ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ۖ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٦﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٨﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلَهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ۖ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۖ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٢٩﴾

۱۰

۱۰-۵

۱۰

আয়াত: ৪
ককু: ১

سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ

সূরা তু কুরাইশ
মাক্কিয়াহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ ۚ فِيهِمْ رِحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ

هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۚ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

আয়াত: ৭
ককু: ১

سُورَةُ النَّاعُونَ مَكِّيَّةٌ

সূরা তুল মাউন
মাক্কিয়াহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَ

لَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ

صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ يُرْءَاوُونَ ۚ وَيَمْنَعُونَ النَّاعُونَ ۚ

আয়াত: ৩
ককু: ১

سُورَةُ الْكَوثرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা কাউসার
মাক্কিয়াহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۚ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۚ

আয়াত: ৬
ককু: ১

سُورَةُ الْكَافِرُونَ مَكِّيَّةٌ

সূরা কাফিরান
মাক্কিয়াহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۚ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۚ

পারা-পৃষ্ঠা
২৯-৭

وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۖ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۖ ۝۸

وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۖ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۖ ۝ۯ

আয়াত: ৩
ককু: ১

سُورَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা তুন নাসর
মাদানিয়াহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ

اللَّهِ أَفْوَاجًا ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۖ ۝

আয়াত: ৫
ককু: ১

سُورَةُ اللَّهِبِ مَكِّيَّةٌ

সূরা তুল লাহাব
মাকিয়াহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يُدَىٰ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا

كَسَبَ ۖ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۖ ۝۱ وَامْرَأَتُهُ ۖ حَمَّالَةَ

الْحَطَبِ ۖ ۝۲ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۖ ۝۳

আয়াত: ৪
ককু: ১

سُورَةُ الْإِحْلَاصِ مَكِّيَّةٌ

সূরা তুল ইখলাস
মাকিয়াহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۚ اللَّهُ الصَّمَدُ ۖ ۝۱ لَمْ يَلِدْ ۖ وَلَمْ

يُولَدْ ۖ ۝۲ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۖ ۝۳

আয়াত: ৫
ককু: ১

سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ

সূরা তুল ফালাক
মাক্কিয়াহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

وَقَبَ ۝۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝۵

আয়াত: ৬
ককু: ১

سُوْرَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ

সূরা তুল নাস
মাক্কিয়াহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ مَلِكِ النَّاسِ ۝۲ إِلَهِ النَّاسِ ۝۳

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝۴ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي

صُدُورِ النَّاسِ ۝۵ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝۶

دُعَاءُ خَتَمِ الْقُرْآنِ

اللَّهُمَّ أَنْسِ وَحْشَتِي فِي قَبْرِى اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ.
وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا
نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ
النَّهَارِ. وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمِينَ.

دُعَاءُ خَتَمِ الْقُرْآنِ

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بِكُلِّ حَرْفٍ مِّنَ الْقُرْآنِ حَلَاوَةً، وَبِكُلِّ جُزْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ جَزَاءً. اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بِالْأَلِفِ أُلْفَةً، وَبِالْبَاءِ بَرَكَهً، وَبِالتَّاءِ تَوْبَةً، وَبِالثَّاءِ ثَوَابًا، وَبِالْحِيمِ جَمَالًا، وَبِالْهَاءِ حِكْمَةً، وَبِالْخَاءِ خَيْرًا، وَبِالدَّالِ دَلِيلًا، وَبِالذَّالِ ذِكَاةً، وَبِالزَّاءِ رَحْمَةً، وَبِالرَّاءِ رِزْقًا، وَبِالسَّيْنِ سَعَادَةً، وَبِالشَّيْنِ شِفَاءً، وَبِالصَّادِ صِدْقًا، وَبِالضَّادِ ضِيَاءً، وَبِالظَّاءِ ظَرَاوَةً، وَبِالطَّاءِ طَفَرًا، وَبِالْعَيْنِ عِلْمًا، وَبِالْغَيْنِ غِنًى، وَبِالْفَاءِ فَلَاحًا، وَبِالْقَافِ قُرْبَةً، وَبِالْكَافِ كَرَامَةً، وَبِاللَّامِ لُطْفًا، وَبِالْمِيمِ مَوْعِظَةً، وَبِالنُّونِ نُورًا، وَبِالْوَاوِ وُصْلَةً، وَبِالْهَاءِ هِدَايَةً، وَبِالْيَاءِ يَقِينًا. اللَّهُمَّ أَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَارْزُقْنَا بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. وَتَقَبَّلْ مِنَّا قِرَاءَتَنَا، وَتَجَاوَزْ عَنَّا مَا كَانَ فِي تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مِنْ خَطِئٍ أَوْ نِسْيَانٍ، أَوْ تَحْرِيفٍ كَلِمَةٍ عَنْ مَوَاضِعِهَا، أَوْ تَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ، أَوْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، أَوْ تَأْوِيلٍ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلْتَهُ، أَوْ رَيْبٍ أَوْ شَكٍّ، أَوْ سَهْوٍ أَوْ سُوءِ لَحْنٍ، أَوْ تَعْجِيلٍ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، أَوْ كَسَلٍ أَوْ سُرْعَةٍ، أَوْ زَيْغٍ لِسَانٍ، أَوْ وَقْفٍ بَغَيْرِ وُقُوفٍ، أَوْ إِدْعَامٍ بِغَيْرِ مُدْغَمٍ، أَوْ إِظْهَارٍ بِغَيْرِ بَيَانٍ، أَوْ مَدٍّ أَوْ تَشْدِيدٍ أَوْ هَمْزٍ أَوْ جَزْمٍ أَوْ إِعْرَابٍ بِغَيْرِ مَا كَتَبْتَهُ. اللَّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِالْقُرْآنِ، وَزَيِّنْ أَخْلَاقَنَا بِالْقُرْآنِ، وَتَجَنَّبْ مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ، وَأَدْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ بِالْقُرْآنِ. اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَرِينًا، وَفِي الْقَبْرِ مُؤْنَسًا، وَعَلَى الصِّرَاطِ نُورًا، وَفِي الْجَنَّةِ رَفِيقًا، وَمِنَ النَّارِ سِتْرًا وَحِجَابًا، وَإِلَى الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا دَلِيلًا. اللَّهُمَّ اكْتُبْنَا عَلَى السَّمَامِ، وَارْزُقْنَا آدَاءً بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَحُبَّ الْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ وَالْبَشَارَةِ مِنَ الْإِيمَانِ. وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ، مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ لُطْفِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا.



হাফেজী কুরআন মাজীদ

প্রকাশনায়

দাফেল ফালাহ

৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

মেইল: darulfalah2050@gmail.com

www.facebook.com/darulfalah2050

একমাত্র পরিবেশক

সন্দিপন

প্রকাশন লিমিটেড

৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

যোগাযোগ: ০১৪০৬ ৩০০ ১০০

অভিযোগ ও পরামর্শ: ০১৫৮১ ১৯৯ ৮২৫

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০২৪

অনলাইন পরিবেশক: ওয়াফি লাইফ, রকমারি.কম, দাওয়াহ বুকস, বইফেরী.কম,
বইসদাই.কম

ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটর: দ্যা সুন্নাহ স্টোর, ইউকে

ইন্ডিয়ান পরিবেশক: নিউলেখা প্রকাশনী

মুদ্রণ ও বাঁধাই: বই কারিগর